যুগান্তর

তারিখ 28 OCT 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

শিক্ষামন্ত্রীর এপিএস লম্বা ছুটিতে যেতে চাইছেন

মুশতাক আহমদ

এতদিন ছড়ি ঘুরিয়েছেন শিক্ষা প্রশাসনে

সরকারের মেয়াদের শেষমুহূর্তে এসে দেশ ছাড়ছেন শিক্ষামন্ত্রীর একান্ত ব্যক্তিগত সহকারী (এপিএস) মন্মথরঞ্জন বাড়ৈ! তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমাতে চান। এ লক্ষ্যে তিনি ৫ বছরের ছুটির জন্য আবেদন করেছেন। সূত্র জানায়, তাকে ৩ বছরের ছুটি মঞ্জুরের প্রস্তাব সংবলিত ফাইলটি সচিবের সম্মতিসহ মন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছে।

নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদিতে জোর প্রভাব খাটানোর কারণে শিক্ষা প্রশাসনে মন্মথরঞ্জন বাড়ৈর দুর্নাম রয়েছে। তিনি শিক্ষা ক্যাডারের অফিসার পদমর্যাদায় সহকারী অধ্যাপক। মন্ত্রীর এপিএস হয়ে তিনি শিক্ষা প্রশাসনে একটি নিজস্ব সিন্ডিকেট গড়েন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ সিন্ডিকেটের সদস্যদের তিনি শিক্ষা ভবন অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি), পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর (ডিআইএ), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর (ইইডি), পাঠ্যপুস্তক বোর্ডসহ (এনসিটিবি) বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে পদায়ন করেন। ওই সিন্ডিকেটের সদস্যদের বেশির ভাগের বিরুদ্ধেই দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হওয়ার

চাইছেন : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

চাইছেন : ছুটিতে যেতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অভিযোগ রয়েছে। এপিএসসহ তার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠে সরকার গঠনের পরের বছরই ২০১০ সালের জুনে। মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম নামে এক শিক্ষক নেতা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অভিযোগ করেন। তাই ওই বছরের এপ্রিলে মন্ত্রণালয়ের এক অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। রহস্যজনক কারণে সেই কমিটি তাদের তদন্ত শেষ করেনি। ওই অভিযোগে মাউশির তৎকালীন মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান-উর রশিদ, শিক্ষামন্ত্রীর এপিএসসহ ১৫ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগ রয়েছে, ২০১০ সালের ৩০ জুন ওই অভিযোগ দায়েরের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেয়া হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে। সূত্র জানায়, শিক্ষা সচিবকে এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে যে নির্দেশনা সংবলিত চিঠি দেয়া হয়েছিল, সে চিঠি তার (সচিবের) কাছে প্রথম দফায় পৌঁছেনি। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় বিষয়টি অবগত হয়ে পরে ওই বছরেরই ১৮ আগস্ট দ্বিতীয় দফায় ফের শিক্ষা সচিবকে চিঠিটি পাঠায়। তাতে সচিবকে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এরপরই তিনি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সিরাজুল ইসলামকে দায়িত্ব দিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করেন।

মন্ত্রণালয় ও মাউশির একাধিক সূত্র জানায়, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মাউশি এনসিটিবি, ঢাকাসহ বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), ইইডি, ডিআইএ, বিভিন্ন প্রকল্পসহ মন্ত্রণালয়ের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী অনেকটা লাগামহীন দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। আর ঘোরতর অভিযোগ হলো, দুর্নীতির ব্যাপারে তদন্ত শেষে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সুপারিশ করা হলেও মাসের পর মাস ফাইল ফেলে রাখা কিংবা ফাইল ফেরত পাঠানোর মতো ঘটনা রয়েছে।

রাশিদুজ্জামান নামে এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একটি উন্নয়ন প্রকল্পে স্টেশনারি কাগজ কেনাকাটায় কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হলে ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ফাইল উঠে। কিন্তু সে ফাইল প্রায় এক বছর এই এপিএস মন্ত্রীর দফতরে আটকে রাখেন। এরপর প্রকল্পটিতে অর্থায়নকারী বৈদেশিক সংস্থাটি অর্থায়ন বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিলে তড়িঘড়ি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ওএসডি করা হয়। কিন্তু এক বছরের মাথায় ওই কর্মকর্তাকে অপেক্ষাকৃত আরও ভালো পদে পদায়ন করা হয়। আবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিজের মেয়ের ফলাফল পরিবর্তনের অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি তদন্ত শেষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ে ফাইল পাঠানো হলে তা ফেরত পাঠানো হয়।

বিজয় কুমার ঘোষ নামে ইইডির এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে চাকরি দেয়ার নামে ঘুষ দাবি এবং চাকরি পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর ঘুষ দিতে অনীহা প্রকাশ করায় ৮ তলা থেকে ফেলে হত্যার হুমকির অভিযোগ রয়েছে। ওই ঘটনাও তদন্ত শেষে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ফাইল মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হলে আজ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

আবুল বাসার নামে মাউশির তৎকালীন এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ঢাকার বাইরে এক কলেজ থেকে আরেক কলেজে বদলির ক্ষেত্রে উৎকোচ দাবির অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি জানার পর তাকে নোয়াখালীতে বদলি করা হয়। কিন্তু সেই বদলির আদেশ কার্যকর হয়নি। তিনি এখন আরও ভালো পদে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে কর্মরত। এভাবে বিগত পৌনে ৫ বছর যখনই কারও বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তখনই তাকে মন্ত্রণালয় থেকে প্রশ্রয় দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সূত্র জানায়, এরা সবাই এই এপিএসের সিন্ডিকেটের সদস্য হিসেবে প্রশ্রয় পেয়েছেন।

বিভিন্ন গোয়েন্দা এবং মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ওই কর্মকর্তার সিন্ডিকেটের উল্লেখযোগ্য সদস্যদের মধ্যে আরও যাদের নাম শোনা যায় তারা হলেন— মাউশির কর্মকর্তা অদ্বৈত কুমার রায় (বর্তমানে ঢাকা বোর্ডে), মইনুল হক, শফিকুল ইসলাম সিদ্দিকী, মাউশি থেকে সদ্য বদলি হওয়া অসিমউদ্দিন, সৈয়দ জাফর আলী, ইমরুল হাসান, সায়মা, শাহিদা, ফারহানা হক, জাহাঙ্গীর হোসেন, হিফজুর রহমান, ডিআইএর মফিজুল ইসলাম, এনামুল হক, নাজমুল হক, ঢাকা বোর্ডের স্কুল পরিদর্শক শাহেদুল খবির, কলেজ পরিদর্শক শ্রীকান্তচন্দ চন্দ, কর্মকর্তা মাসুদা বেগম, চট্টগ্রাম বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন প্রমুখ।

মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ এবং শিক্ষা ক্যাডারের একাধিক কর্মকর্তা জানান, এভাবে সিন্ডিকেট করে শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনার কারণে তীব্র সমালোচিত মন্ত্রীর এপিএস। আর এ কারণেই তিনি 'পরিস্থিতি বিবেচনা' করে দেশ ত্যাগের লক্ষ্যে ছুটির আবেদন করেছেন। সংশ্লিষ্ট নথি ঘেঁটে দেখা যায়, তিনি আমেরিকায় পেডরনের একটি ম্যানেজারিয়াল পদে যোগদানের লক্ষ্যে লিয়েন (ছুটি) চাচ্ছেন। ৫ বছরের জন্য ছুটি চাওয়া হলেও প্রাথমিকভাবে ৩ বছর ছুটি দেয়ার প্রস্তাবনার ফাইল চালাচালি চলছে। এক কর্মকর্তা জানান, শিক্ষা ক্যাডারের কোনো কর্মকর্তা ছুটি চাইলে সংযুক্ত কারণ খতিয়ে দেখা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পেডরনে চাকরিপ্রাপ্তির যে কারণ দেখানো হয়েছে, সে কারণের সত্যাসত্য যাচাই করতে দেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে ওই কর্মকর্তা বলেন, 'উপরের চাপের কারণেই আমি যাচাই করিনি।' সূত্রটি আরও জানায়, এপিএসের সঙ্গে তারই সিন্ডিকেটের আরেক কর্মকর্তা অদ্বৈত কুমার রায়ও ছুটি চেয়েছেন। তিনি আমেরিকায় একটি হাসপাতালে চাকরি করার কারণ উল্লেখ করেছেন। এ কর্মকর্তাও ৫ বছরের ছুটি চেয়েছেন। প্রাথমিকভাবে তাকে ৩ বছরের ছুটি মঞ্জুরের প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করতে ফাইল চালাচালি চলছে।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর এপিএস মন্মথরঞ্জন বাড়ৈ বলেন, তিনি ছুটির আবেদন করেননি। ২০১০ সালে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হলে এর আগে তিনি যুগান্তরকে বলেন, তার কোনো সিন্ডিকেট নেই। তিনিও কোনো সিন্ডিকেটে নেই। আরও বলেন, 'তবে অনেক সিন্ডিকেট ছিল, যা ভেঙে দিয়েছি।' তিনি দাবি করেন, এপিএসের চেয়ারে বসে শতভাগ দুর্নীতিমুক্ত হয়ে কাজ করা কঠিন। যে কোনো পর্যায়ের তদন্তকে তিনি স্বাগত জানান।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'যে কোনো সরকারি কর্মকর্তা ছুটি প্রাপ্য থাকলে তা চাইতেই পারেন। আমার এপিএসও ছুটি চেয়েছেন। এখনও ছুটি দেয়া হয়নি।' তিনি আরও বলেন, 'আমি যতদিন মন্ত্রী হিসেবে আছি, তিনি ওই পদে আছেন। আমি না থাকলে তো আর তিনি থাকবেন না। তখন হয়তো নিজের মূল চাকরিতে ফিরে যাবেন। আর এ হিসেবেই লিয়েনে যাওয়ার ছুটি চেয়েছেন।'

উল্লেখ্য, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিসিএস সাধারণ শিক্ষা অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে সরকার সমর্থক প্যানেলের ভরাডুবি ঘটেছে। এর পেছনেও এপিএসের ভূমিকাকে দায়ী করা হয়। কারণ হিসেবে বলা হয়, তিনি পাল্টা আরেকটি প্যানেল দিয়েছিলেন বলে ভরাডুবি ঘটে।